দৈনিক সিলেটের ডাক
www.sylheterdakbd.com
THE DAILY SYLHETER DAK

সিলেটের মণিপুরীরা হতে পারে পোষাক খাতের নতুন শক্তি

শাহ সুহেল আহমদ●

তৈরি পোশাক রপ্তানীতে বৈচিত্র্য আনার আলোচনা যখন জোরে শোরে, তখনই উঠে আসছে সিলেটের মণিপুরী পোশাকের কথা। বিশেষ সম্প্রদায়ের তৈরি পোশাক হিসেবে চিহ্নিত হলেও অভ্যন্তরীন ও বিদেশের বাজারে ধীরে ধীরে বাড়ছে এর চাহিদা। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ছোঁয়া, সৃজনশীল ডিজাইন, গুণগত উন্নত মান, নতুন বাজার সন্ধান, বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা নিরূপণ আর যথেষ্ট বিনিয়োগের মাধ্যমে মণিপুরী পোশাক খুলে দিতে পারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানীর নতুন দুয়ার।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে মণিপুরী শাড়ি, চাদর, ফতোয়া, থ্রি-পিস সহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক রপ্তানি হয় প্রধানতঃ সরাসরি সিলেট থেকে। ঢাকার অনেক ব্যবসায়ীও সিলেট থেকে সরবরাহ নিয়ে বিদেশে পোশাক পাঠান। কিন্তু এই পোশাকের চাহিদা ও যোগানের প্রকৃত তথ্য কোথাও নেই। এ ব্যাপারে সরকারের সামান্য সহায়তাও সম্প্রদায় কেন্দ্রিক, শিল্প কেন্দ্রিক নয়। দেশে-বিদেশে প্রধানতঃ এখনও এই পোশাকের ক্রেতারা হচ্ছেন বাংলাদেশীরা। বিদেশী ক্রেতা আকর্ষণে এই শিল্পের জন্য কি ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে নেই কোন গবেষণা বা উদ্যোগ।

মণিপুরী কাপড় রপ্তানির গ্রহণযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও সিলেটের রপ্তানিকারক আখতার ট্রেড অ্যান্ড কমার্স জানাচ্ছে: ২০০৯ সালে এই প্রতিষ্ঠান ২২ লাখ টাকার মণিপুরী কাপড় যুক্তরাজ্যে রপ্তানি করে, ২০১০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১ লাখ টাকায়। ২০১২ সালে তা' দাঁড়ায় প্রায় অর্ধ কোটি টাকারও বেশি। এই হিসেব কেবল মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের।

অন্যদিকে ঢাকার ইসলামপুরের রপ্তানিকারক সাবুল হোসেন বলেন, 'যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে মণিপুরী কাপড়ের অনেক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু উৎপাদন কম হওয়ায় অগ্রিম টাকা দিয়েও চাহিদা অনুযায়ী মণিপুরী পোশাক পাওয়া যায় না।'

এর সত্যতা স্বীকার করে মণিপুরী তাঁতশিল্পীরা তাদের নানা সংকটের কথা তুলে ধরে বলেন, 'আমরা হাতে কাজ করি, কাঁচামাল পেতে দেরি হয়। রয়েছে মূলধনের সমস্যাও।' মণিপুরী তাঁত ■ ২-এর পৃ. ২ ক. দেখুন

(১ম পাতার পর)

শিল্পের কোন ব্রান্ডিংও হয় নি। এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেই কোন মহল থেকেই।

উদ্যোক্তা ও শিল্পীরা জানান, কোনো ধরনের প্রচারণা ছাড়াই মণিপুরী পোশাক শিল্প এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশী তাঁত শিল্পকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় মণিপুরী তাঁত শিল্পকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হলে মণিপুরী পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

সরেজমিনে সিলেটের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নে গিয়ে দেখা যায়, এই ইউনিয়নের ৩০ থেকে ৩৫টি গ্রাম জুড়ে মণিপুরী তাঁত শিল্প বিস্তৃত। আদমপুর এলাকায় তৈরি হচ্ছে - শাড়ি, চাদর, গামছা, খদ্দর, লুঙ্গী, গেঞ্জি, টুপি, সালোয়ার কামিজ, থ্রি-পিস। শুধু আদমপুর ইউনিয়নেই প্রায় এক হাজার মণিপুরী কাপড় ব্যবসায়ী রয়েছেন, আর এখানে কাজ করছেন তিন থেকে চার হাজার শ্রমিক। উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের বেশিরভাগই উত্তরাধিকার সূত্রে এই ব্যবসা বা পেশায় এসেছেন। এই উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন নেই, তেমনি নেই কোন প্রশিক্ষণ। বংশ পরম্পরায় তাঁত শিল্পকেই পেশা হিসেবে বেঁছে নিয়েছেন এরা।

তারা জানান, এই শিল্পে ডিজাইনে কোন নতুনত্ব যেমন নেই, তেমনি কাপড় ও সুতার গুণগত মান দেখারও কেউ নেই। আর গোটা কাজটিই হাত নির্ভর হওয়ায় ফিনিশিং যেমন ভালো হয় না , তেমনি উৎপাদনেও থাকে ধীরগতি। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদনে নতুনত্ব আনার পাশাপাশি দ্রুত উৎপাদন করে চাহিদা সংকটও দূর করতে পারে।

আদমপুরের ভানুবিল গ্রামের তাঁতী শাহিনা বেগম বলেন, 'সুতা কেনার টাকা নাই, এনজিও ঋণ নিয়ে কোনমতে চলতেছি। অথচ তাঁর ৫ সদস্যের পরিবারের বেঁচে থাকার উৎসই হচ্ছে এই তাঁত। ওই গ্রামের অসংখ্য নারীর জীবিকার একমাত্র উপায় এই তাঁত শিল্প। কারিগর নাজির উদ্দিন বলেন, 'এক সময়ে এই গ্রামের লোকজন বেকার ছিল, এখন তাঁত নিয়ে সবাই ব্যস্ত। তবে পুঁজি পাওয়া গেলে আরও ভালো হতো।'

দুই দিনে একটি শাড়ি তৈরি করতে পারেন তারা। আবার সুন্দর ডিজাইন দিয়ে তৈরি করতে ৩/৪ দিন সময়ও লেগে যায়। ফলে মাসে ১০/১২টির বেশি শাড়ি তৈরি তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। একেকটি শাড়ি এক হাজার ২০০ টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা দামে বিক্রি হয়। কিন্তু লাভের পরিমাণ কম। অধিক পরিশ্রম আর ধীর গতির উৎপাদনের ফলে একটা শাড়িতে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা আয় করতে পারেন।

তাঁত শিল্পীরা জানান, ব্যবসায়ীরা আগাম টাকা দিয়ে পণ্য কিনে নেয়। কম দামে স্থানীয় মণিপুরী মহাজনরাই কিনে নেয় সব পোশাক। উদ্যোক্তা শ্রমিকদের সব সময় স্বল্প লাভে পণ্য বিক্রি করতে হয়।

মণিপুরী তাঁত ব্যবসায়ী কৃষ্ণ মোহন জানান, মণিপুরী কাপড়কে বিশ্ব বাজারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এটি সম্ভব প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়ার মাধ্যমেই। ব্যবসায়ী টম বাবুর মতে, মণিপুরী তাঁত শিল্প এখনও ক্ষুদ্র ব্যক্তি উদ্যোগ নির্ভর। বড় বিনিয়োগ এ শিল্পকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে।

সিলেট নগরীর লামাবাজারসহ কয়েকটি বিশেষ মার্কেট এলাকায় অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠেছে মণিপুরী কাপড়ের দোকান। অপরদিকে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন নানা উদ্যোগে ব্যাংক ঋণ সুবিধা পেয়ে ২০১০ সালের ১৯ জুন ভানুগাছ বাজারে 'মণিপুরী এক্সক্লুসিভ বাজার' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান বাজারটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু বর্তমানে ওই বাজারের ১৪টি দোকানের মধ্যে মাত্র ৩টি দোকান চালু আছে, অন্যগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে নানা তথ্য। সরকারি ব্যবস্থাপনায় ঋণ পেয়ে ব্যবসায়িক কোন ধারণা না নিয়ে ব্যবসা শুরু করায় তারা শেষ পর্যন্ত কুলিয়ে ওঠতে পারেননি। চাহিদা অনুযায়ী পণ্য না পাওয়া আরেকটি অন্যতম কারণ। এছাড়া শুরুতে ২ লাখ টাকা করে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে ঋণ দেয়া হলেও পরবর্তীতে এনজিও কিংবা ব্যাংক কেউই তাদের ঋণ দেয়নি।

ব্যবসায়ী নৃপেন্দ্র কুমার সিংহ বলেন, 'ব্যবসা আগে বুঝিনি। তাঁতীদের সুতা কিনে দিতে হয়। মণিপুরী কাপড়ের চাহিদা অনেক। কিন্তু সে অনুযায়ী পুঁজি না পাওয়ায় ব্যবসা করা সম্ভব হয়নি।'

একই অভিযোগ এক্সক্লুসিভ বাজারে এখনও ব্যবসা করে যাওয়া ব্যবসায়ীদেরও। সাইফুল নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমাদের পুঁজি কম। তাই চাহিদা সত্ত্বেও পণ্য যোগান দিতে পারি না। ঢাকার ব্যবসায়ীরা অর্ডার দিলে আমাদের না করে দিতে হয়।'

সিলেট বিভাগের মণিপুরী তাঁত শিল্পীদের জন্য কমলগঞ্জের মাধবপুরে ১৯৮২ সালে স্থাপিত তাঁত বোর্ডের অধীনে স্থানীয় মণিপুরীরা ঋণ সুবিধা পেলেও বৈষম্য করা হচ্ছে বাঙালি নারী তাঁতীদের বেলায়।

বাংলাদেশ মণিপুরী সমাজকল্যাণ সমিতির নেতা রঞ্জিত সিংহ বলেন, 'নানা সংকট মাথায় নিয়েও মণিপুরী এই শিল্প দ্রুতই সম্প্রসারিত হচ্ছে।' তাঁর মতে, সরকার এবং বিজিএমইএ যদি গবেষণা করে বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা নিরূপন করতে পারে, বাজারজাত করার স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায় তা'হলে মণিপুরী পোশাক শিল্পের জন্য নতুন ক্রেতা ও বাজার যেমন খুঁজে পাওয়া সম্ভব, তেমনি বাংলাদেশী রপ্তানীযোগ্য পোশাকে বৈচিত্র আনাও সম্ভব। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে মণিপুরীরা হতে পারে নতুন এক শক্তি।